# দুটো হাত

## ইস্মত চুগতাই

রাম অবতার সীমান্ত থেকে ফিরছিল। বুড়ি মেথরানী অব্বা মিয়াঁকে দিয়ে চিঠিটা পড়াতে এসেছিল। রাম অবতার ছুটি পেয়ে গেছে। লড়াই খতম হয়ে গেছে না, সেজন্যে রাম অবতার তিন বছর বাদে ফিরছে। বুড়ি মেথরানীর পিচুটি ভরা চোখ ছলছল করছিল। কৃতজ্ঞতায় সে দৌড়ে দৌড়ে সকলে পা ছুঁয়ে প্রণাম করছিল, যেন ওই পায়ের মালিকরাই ওর একমাত্র ছেলেকে সীমান্ত থেকে বেঁচে বত্তে ঠিকঠাক ফিরিয়ে আনছে।

বুড়ি এই বছর পঞ্চাশেক হবে তবে দেখে সত্তর বলে মনে হয়। দশ বারোটা দ পড়া বাচ্চার জন্ম দিয়েছে, তাদের মধ্যে রামঅবতার অনেক মানত মানসিক করে বেঁচেছে। এই তো ওর বিয়ের বছর ঘুরেছে কি ঘোরেনি তারই মধ্যে রাম অবতারের ডাক এসে গিয়েছিল। মেথরানী অনেক বুক চাপড়ে কান্নাকাটি, করেছিল কিন্তু লাভ হয় নি আর যখন রাম অবতার উর্দি পরে শেষবারের মতো ওকে প্রণাম করতে এল তখন তার জাঁকজমক দেখে ওর বুক ফুলে উঠল। যেন সে কর্নেলই বা হয়!

কর্মচারী মণ্ডলীর চাকরবাকররা হাসাহাসি করছিল। রাম অবতারের আসার পর যে ড্রামার আশা ছিল, সকলে সেটার প্রতীক্ষা নিয়ে বসে ছিল। যদিও রাম অবতার যুদ্ধ ক্ষেত্রে কামান বন্দুক ছুঁড়তে যায় নি, তাও সেপাইদের ময়াল ওঠাতে ওঠাতে ওর মধ্যে একটা সেপাই সুলভ রোয়াব এসে গিয়েছিল। খয়েরি উর্দিধারী সেই পুরনো রামঅবতার সত্যিই আর নেই বোধহয়। অসম্ভব যে গৌরীর কীর্তি কাহিনী শুনে বেইজ্জতিতে ওর জোয়ান রক্ত ফুটবে না।

বিয়ের সময় যখন এসেছিল কী সভ্য ভদ্র ছিল গৌরী। যতদিন রাম অবতার ছিল, তার ঘোমটা একফুট লম্বা ছিল। কেউ ওর মুখের জ্যোতিটুকু দেখতে পায় নি। যখন বর চলে গেল কেমন আছাড়ি পিছাড়ি দিয়ে কেঁদেছিল; যেন ওর সিঁথির সিঁদুর চিরতরে মুছে গেছে। কিছুদিন কান্নাভরা চোখে, মাথা হেঁট করে ময়লার ডাবা বইতে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে ওর ঘোমটার দৈর্ঘ্য কমতে থাকল।

কিছু লোকের মনে হল এ সমস্ত বসন্ত ঋতুর কাজ। জনকয়েক সাফ বলতে থাকল, গৌরী ছিলই ছেনাল মেয়েমানুষ। রাম অবতার চলে যেতেই সর্বনাশ ঘটে গেল। হতচ্ছাড়ীর সারাক্ষণ হি হি, আর শরীর মটকে চলা। কোমরে ময়লার ঝুড়ি নিয়ে, কাঁসার বালা ঝনঝনিয়ে যেদিক দিয়ে যেত, লোকেদের মাথা ঘুরে যেত। ধোপার হাত থেকে সাবানের টুকরো পিছলে চৌবাচ্চায় পড়ে যেত। বাবুদের নজর চাটুতে সেঁকা রুটি থেকে

হটে যেত। ভিস্তির মশক কুয়োতে ডুবতেই থাকত। চাপরাসিদের ব্যাজ লাগানো পাগড়ি আলগা হয়ে ঘাড়ে ঝুলতে থাকত। আর যখন এ পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাণ্ডব ঘোমটার আড়াল থেকে তির ছুঁড়ে চলে যেত তো সবকটা চাকর বাকর একটা প্রাণহীন লাশের মতো নিথর পড়ে থাকত। তারপর একেবারে চমকে উঠে একে অপরের দুর্গতির জন্যে কথা শোনাতে লাগত। ধোপানী রাগের চোটে মাড়ের ঘড়া ফিরিয়ে নিয়ে যেত। চাপরাশির বৌ বুকে লেপ্টে থাকা ছেলেটাকে খামোকা ধমকাতে লাগত আর বাবুর্চির বিবির হিস্টিরিয়া চড়ত।

নামেই গৌরী, হতভাগী ছিল কুচকুচে কালো। যেন উল্টো চাটুতে কোন ফক্কড় পরোটা ভেজে সেটাকে চকচকে করে ছেড়েছে। চওড়া হাপড়ের মত নাক, ছড়ানো মুখ, ওর সাত পুরুষ দাঁত মাজার ফ্যাশানই ছেড়ে দিয়েছিল। চোখে কাজল লেপার পরও ওর ডান চোখে ট্যারা ভাবটা ঢাকা পড়েনি। তা সত্ত্বেও ট্যারা চোখে তেমন তেমন করে যে বিষ মাখানো তির ছুঁড়তো যে ঠিক নিশানায় গিয়ে এঁটে যেত। কোমরও এমন কিছু পাতলা সাতলা ছিল না, এক্কেবারে জালার মতো ছিল। এঁটো খেয়ে খেয়ে খোদার খাসী হচ্ছিল। মোটাসোটা মোষের মতো নখ; যেদিক দিয়ে যেত সর্ষের তেলের কটু গন্ধ ছড়িয়ে যেত। হ্যাঁ, গলার আওয়াজ ছিল আপদটার জোরদার। তীজ পরব টরবে নেচে কুঁদে কাজরি টাজরি গাইলে ওর স্বর সবচেয়ে উঁচুতে ঢেউ খেয়ে উঠত।

বুড়ি মেথরানী, অর্থাৎ ওর শাশুড়ি ছেলে যাওয়া মাত্রই ওকে দারুণ সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। বসে বসে সমঝে দেওয়ার নাম করে গালি গালাজ করত। ওর ওপর নজর রাখার জন্য পেছন পেছন ঘুরত। কিন্তু বুড়ি ততোদিনে ভেঙে গেছে। চল্লিশটা বছর ময়লা বয়ে ওর কোমর চিরতরে একদিকে বেঁকে সেখানেই রয়ে গেছে। সে আমাদের পুরনো মেথরানী ছিল। আমাদের জন্মের সময়ের নাড়ি ফুল সেই পুঁতে এসেছিল। যেই মায়ের যন্ত্রণা হোত, মেথরানী এসে চৌকাঠে বসে যেত আর থেকে থেকে লেডি ডাক্তারকেও নেহাতই আলতু ফালতু উপদেশ দিত।

এত আদরের মেথরানীর ছেলের বউ লোকজনের চোখের বালি হয়ে উঠল। চাপরাসির আর বাবুর্চির বউদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, আমাদের ভালমানুষ ভাজদের কপালেও ওর ঠমক দেখে ভাঁজ পড়ত। যদি ও যেখানে তাদের বরেরা রয়েছে সে ঘরে ঝাড়ু দিতে যেত তো তারা গজগজ করতে করতে দুধ খাওয়া শিশুর মুখ থেকে বুক ছিনিয়ে সরিয়ে এমন করে ছুটতো যাতে ডাইনিটা তাদের বরেদের ওপর তুকতাক না করতে পারে।

গৌরী তো ব্যাস একটা ছেড়ে দেওয়া গুঁতনো লম্বা লম্বা সিংঅলা গাই ছিল। লোকেরা নিজেদের কাচের বাসন টাসন দু হাতে নিয়ে বুকে লাগিয়ে সামলাত আর যেই না প্যাঁচে পড়ত অমনি কাজের লোকেদের মধ্যে এক মেয়েমানুষ ঘটা করে সোজা মায়ের কাছে দরবার করতে হাজির। খুব বাড়িয়ে চাড়িয়ে বিপদ আর তার ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে তক্কাতক্কি চলল। স্বামী-রক্ষার একটা কমিটি তৈরী হল যাতে সব ভাজেরা ধুমধাম করে ভোট দিল আর মাকে অবৈতনিক সভাপতির পদ দেওয়া হল। সব মহিলারা নিজেদের

শ্রেণী অনুসারে মাটি, পিঁড়ি আর খাটের ওপর বসল। পানের খিলি বিলি করা হলে বুড়ির ডাক পড়ল। খুব ধৈর্যের সঙ্গে বাচ্চা কাচ্চাদের মুখে দুধ দিয়ে সভায় মৌন বজায় রাখা হল আর মোকদ্দমা পেশ করা হল।

"কী রে শয়তানী, তুই কামুক বউকে এমন ছাড় দিয়ে রেকেচিস যে আমাদের বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে, ভেবেচিস কি তুই? মুকে কালি লেপবি নাকি?"

মেথরানী তো এতটুকু হয়েই ছিল, এবার কেঁদে উঠল, "কি আর করি বেগম সাহেব, হারামজাদীকে যতই চড় চাপাটি দিই আর খেতেই না দিই, রাঁড় আমার হাতের বাইরে।"

"আরে ওর কি রুটির অভাব।" রান্নার বউ টিপ্পনি কাটল। একেই সাহারানপুরের খানদানি রাঁধুনি তার ওপর তৃতীয় বউ। আল্লা যার সহায় তার বিরুদ্ধে কথা বলে এত বুকের পাটা কার আছে! তাছাড়া চাপরাসির বউ, মালিনী আর ধোপানী ব্যাপারটাকে আরো সঙ্গীন করে তুলল। বেচারি মেথরানি বসে বসে সকলের ভর্ৎসনা শুনতে শুনতে শুধু নিজের চুলকানি রোগগ্রস্ত পায়ের ডিমে চুলকোতে লাগল।

"বেগম সাহেব, আপনি যা বলেন তাই করতাম, কিন্তু কি করি, রাঁড়টার গলা টিপে মারব কি?

গলা টিপে মারার দারুণ কথায় মহিলাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। সকলেরই বুড়ির প্রতি সহানুভূতি জাগল।

আম্মা রায় দিলেন, "মুখপুড়িকে বাপের বাড়ি ফেলে আয়।"

"ও বেগম সাহেব, তা কি করে হয়?" মেথরানি জানাল বউ খালি হাতে আসে নি। সারা জীবনের কামানো পুরো দুশো টাকা ফেলতে হয়েছে তবেই না বজ্জাতটা হাতে এসেছে। এতগুলো টাকায় তো দুটো গরু এসে যেত, কলসি ভরে আরামসে দুধ দিত। কিন্তু এ রাঁড়টা তো কেবল জ্বালিয়ে মারে। এটাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে এর বাপটা সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেথরের হাতে বেচে দেবে। ছেলের বউ তো শুধু ছেলের বিছানার শোভাই নয়, দুটো হাত দিয়ে কিন্তু কাজ করে চারটে লোকের। রাম অবতারের চলে যাবার পর বুড়ি একলা এত কাজ সামলাতে পারত নাকি। বুড়ো বয়েসটা তো বউয়ের দয়াতেই কাটছে।

মহিলারা কেউ অবোধ ছিল না। মামলা শিষ্টাচারের দিক থেকে এবার টাকা পয়সার দিকে ঘুরে গেল। সত্যিই তো, বউয়ের পাশে থাকাটা বুড়ির ভীষণ দরকার। দুশো টাকার মাল, কারই বা ফেলে দিতে মন চায়। ঐ দুশো টাকা ছাড়াও বেনের কাছে যে টাকা নিয়ে খরচ করেছে, লোকেদের খাইয়েছে, আত্মীয় স্বজনদের ভরসা দিয়েছে, সেসব খরচা আসবে কোথা থেকে। রাম অবতার যা মাইনে পেত সে তো সবই ধারে ডুবে যেত। এরকম মোটা সোটা তাজা বউ তো এখন চারশোর নীচে পাওয়া যাবে না। পুরো বাড়িঘর সাফ করার পরও আশপাশের খান চারেক বাড়ির কাজ সারে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে রাঁড় কাজে দড় বটে।

তা সত্ত্বেও আম্মা আলটিমেটম দিয়ে দিলেন যে যদি ঐ কুলটার শিগগীর কোনো

ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে বাড়ির হাতার মধ্যে থাকতে দেওয়া হবে না।

বুড়ি বেজায় কান্নাকাটি করে টরে ফিরে গিয়ে বউকে প্রাণভরে গালি দিল। এমন কি ঝুঁটি ধরে মারধোরও করল। বউ ওর দাম দিয়ে কেনা; মারতে থাকল, গজগজ করতে থাকল আর পরের দিন তো সারা মামলাই একেবারে চৌপাট হয়ে গেল। বাবুর্চি, ভিস্তি, ধোপা আর চাপরাসিরা তাদের বউদের পিটলো। এমন কি বউয়ের ব্যাপারে আমার শান্তশিষ্ট বৌদি আর ভদ্র ভাইদের মধ্যেও খটাখটি লেগে গেল। বৌদিদের বাড়িতে তার পাঠানো শুরু হল। বউটা ভরপুর সংসারে চোরকাঁটা হয়ে রয়ে গেল।

কিন্তু দু-চারদিন বাদে বুড়ি মেথরানীর দেওরের ছেলে রতীরাম জেঠির সঙ্গে সেই যে দেখা করতে এল, আর ফিরে গেল না। দু-চারটে বাড়িতে কাজ বেড়ে গিয়েছিল সেগুলোও সে সামলে দিল। নিজের গাঁয়ে এমনিই তো ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাত। তার বউও নাবালিকা, সেজন্যে গওনা হয় নি।

রতীরামের আসাতে আবহাওয়া লুটোপুটি খেয়ে একদমই বদলে গেল। যেন ঘনঘোর মেঘ হাওয়ার দমকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বউয়ের হাসির দমক চুপ হয়ে গেল। কাঁসার বালা নিশ্চুপ। যেমন বেলুনের হাওয়া বেরিয়ে গেলে সেটা চুপচাপ ঝুলতে থাকে সেরকমই বউয়ের ঘোমটা ঝুলতে ঝুলতে নীচের দিকে বাড়তে থাকল। এখন সে নাকে দড়িহীন বলদের জায়গায় নেহাতই লাজুক বউ বনে গেল। মহিলারা নিশ্চিন্ত হয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল। স্টাফেদের ছেলেপুলেরা ওর পেছনে লাগলেও ও লজ্জাবতী লতার মতো কুঁকড়ে যেত আর বেশি চোখ রাঙালে ঘোমটার আড়ালে ট্যারা চোখ আরও ট্যারা করে রতীরামের দিকে তাকাতো। সেও চটপট হাত চুলকোতে চুলকোতে সামনে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়াত। বুড়ি পরম নিশ্চিন্তে চৌকাঠে বসে আধখোলা চোখে এই আনন্দদায়ক ড্রামা দেখত আর হুঁকো টানত। চারপাশে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নিশ্চিন্ততা ছেয়ে গেল, যেন ফোঁড়ার পুঁজ বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু এবার বউয়ের বিরুদ্ধে পুরুষ কর্মচারীদের সঙ্গে নতুন লড়াই শুরু হল। কথায় কথায় বাবুর্চি যে কিনা ওকে পরোটা ভেজে খাওয়াতো, লাদা সাফ না করায় গালি দিতে শুরু করল। ধোপার অভিযোগ, সে কাপড়ে মাড় দিয়ে দড়িতে টাঙায় আর হারামজাদি ছাই ওড়াতে হাজির হয়। চাপরাসি বৈঠকখানায় দরবার ঝাঁট দিইয়েও নোংরা থেকে গেছে বলে নাকে কাঁদে। ভিস্তি যে ওর হাত ধোয়ানোর জন্যে বেশ কটা মশক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, এখন ঘন্টার পর ঘন্টা উঠোনে জল ছেটাতে বলে গেলেও দেরি করে যাতে শুকনো মাটিতে ঝাড়ু দিলে চাপরাসি ধুলো ওড়ানোর অপরাধে ওকে গালি দিতে পারে।

তাও বউটা মাথা নীচু করে সকলের বকুনি এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দিত। কে জানে শাশুড়িকে গিয়ে কি বলত আর সে হাঁউমাঁউ করে সকলের মাথা খারাপ করে দিত। এখন তার চোখে বউ নিপাট ভালমানুষ সতীসাধ্বী হয়ে গিয়েছিল যে।

তারপর একদিন সব চাকরবাকরদের সর্দার আর আম্মার খাস পরামর্শদাতা বলে পরিচিত দাড়িওলা দারোগা আব্বার সামনে জোড়হাতে হাজির। কি না বউ সাঙ্ঘাতিক

বজ্জাত আর নোংরা। রতীরামের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক করে সমস্ত কর্মচারিদের নষ্ট করছে। আব্বা মামলা সেশনে পাঠালেন— অর্থাৎ আম্মার হাতে ধরিয়ে দিলেন। ফের মহিলাদের সভা বসল। বুড়িকে তলব করা হল।

"ওরে হতভাগী, তোর কামুক ছেলের বউয়ের কাণ্ড কারখানার খবর রাখিস?"

মেথরানি এমন চোখ করে তাকাল যেন কার বিষয়ে বলা হচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। আর যখন সাফ সাফ বলা হলে যে লোকে নিজের চোখে দেখেছে বউ আর রতীরামের অবৈধ সম্পর্ক সীমা ছাড়িয়েছে, দুজনকে খুবই আপত্তিকর অবস্থায় পাকড়ানো হয়েছে তো বুড়ি ওর ভালো চাইছে যারা তাদের কাছে নিদারুণ কৃতজ্ঞ হবার বদলে চেল্লাচেল্লি শুরু করল যে যদি এখন রামঅবতার থাকত তো ওর নিরীহ বউয়ের ওপর যারা লাঞ্ছন লাগাচ্ছে তাদের এক হাত দেখে নিত। বউ হতভাগী তো এখন চুপচাপ রামঅবতারের কথা মনে করে চোখের জল ফেলে। কাজকম্মোও প্রাণপণে করে। কারো অভিযোগ থাকে না। হাসিমজাও করে না। লোকেরা খামোকা তার সঙ্গে শত্রুতা করছে। অনেক বোঝানো হল কিন্তু সে তো বিলাপ করতে লাগল, সারা দুনিয়া তার পেছনে পড়ে গেছে। বুড়ি আর তার নিরীহ ছেলের বউ লোকেদের কি করেছে। ও তো কারুর লেনদেনে নেই। আজ অব্দি ও কারো হাঁড়ি হাটে ভাঙে নি, ওর দরকারটাই বা কি লোকের কাপড়ে ছেঁদা খুঁজে বেড়ানোর। বাড়িগুলোর পেছন দিকে হয় না টা কী? মেথরানির কাছে কারো নোংরা চাপা থাকে না। এই বুড়ো হাতদুটো দিয়ে বড় ঘরের পাপ পুঁতে এসেছে। চাইলে এ হাত দুটো রানিদেরও সিংহাসন টলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু না, ও কারো বৈরী তো নয়। ওর গলায় ছুরি চেপে ধরলে হয়ত ভুল করে বসবে, তবে ও কারো গোপন কথা নিজের বুড়ো কলজে থেকে বেরোতে দেবে না।

ওর ধৈর্য দেখে শিগগীরই ছুরি বসানোদের হাত আলগা হয়ে গেল। সব মহিলারা ওকে আদর করতে লাগল। বউ যাই করে থাক না, তাদের নিজেদের কেল্লা তো নিরাপদ, তবে আর নালিশ কেন? তারপর দিন কতকের জন্যে বউয়ের প্রণয়ের চর্চা কম হতে থাকল। লোকেরা কিছুটা ভুলতেও বসল.। কিন্তু পেছনে লাগার লোকেরা বলেই চলল গোলমাল কোথাও আছেই। বউয়ের ভারি সারি শরীরও গণ্ডগোল বেশি লুকোতে পারল না। লোকেরা বুড়িকে বোঝাতে লাগল। কিন্তু এই নতুন শব্দাবলীতে বুড়ি একদম কান দিল না। এমন দেখালো যেন কানে খাটো সে। এখন সে খাটে শুয়ে বউ আর রতীরামের ওপর হুকুম চালায়। কখনো হাঁচতে হাঁচতে কাশতে কাশতে বাইরে রোদে এসে বসলে তারা দুজন ওর এমন যত্ন করত যেন সে কোনো এক পাটরানী।

ভালোমানুষ বৌঝিরা ওকে খুব করে বোঝালো— রতীরামের মুখে চুনকালি দাও আর রাম অবতার ফিরে আসার আগেই বউয়ের খালাসের ব্যবস্থা কর। ও নিজে এ কলায় নিপুণ ছিল। দু দিনে সাফাই হয়ে যেতে পারত। কিন্তু বুড়ি কী ভেবে যেন না করে দিল। সোজা এদিক ওদিক বলে বেড়াতে লাগল ওর হাঁটুর ব্যথা আগের চেয়েও বেড়েছে। আরও কি না বাড়ির লোকেরা বড্ড বেশি বাত বাড়ে যাতে তেমন খাওয়া শুরু করেছে।

কোন না কোন বাড়িতে পেট খারাপ লেগেই আছে। ওর টালাবাহানায় উপদেশদাতারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। মানছি বউ মেয়েমানুষ, অবুঝ, সাদাসিধে— বড় বড় ভদ্রলোকেদেরও দোষদাষ হয়ে থাকে কিন্তু তাদের উঁচু পরিবারের তাবড় তাবড় শাশুড়িরাও এমন কানে তুলো এঁটে থাকে না। কে জানে কেন বুড়ির এমন ভিমরতি ধরল। যে বালাইকে বুড়ি খুব সহজে আবর্জনার মতো মাটি চাপা দিতে পারত, সেটাকে চোখ বন্ধ করে পালাতে দিচ্ছে।

রাম অবতারের আসার অপেক্ষা ছিল কেবল। সব সময় তো ভয় দেখাতো — "আসতে দে রাম অবতারকে, বলব মেরে তোর হাড় মাস আলাদা করে দেয় যেন।"

আর এখন রাম অবতার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেঁচে ফিরে আসছে। চারপাশের সকলের যেন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। লোকেরা একটা ভীষণ হাঙ্গামার প্রতীক্ষায় ছিল।

কিন্তু লোকেদের দারুণ রাগ হল যখন বউ একটা ছেলে প্রসব করল। সেটাকে বিষ দেবার বদলে বুড়ি তো খুশীতে ডগমগ। রাম অবতারের যাবার দু বছর পর নাতি হওয়ায় সে একেবারেই আশ্চর্য চকিত হয় নি। বাড়ি বাড়ি ফাটা পুরনো কাপড় আর অভিনন্দন নিয়ে বেড়ালো। ওর হিতৈষীরা হিসেব করে অনেক বোঝালো যে ছেলেটা রাম অবতারের হতেই পারে না, কিন্তু বুড়ি তো বুঝতেই চায় না। তার বক্তব্য, 'আষাঢ়ে রাম অবতার যুদ্ধে গেছে, যখন বুড়ি হলুদ কুঠির নতুন ইংরেজী ধরনের পায়খানায় পড়ে গিয়েছিল, এখন চোত মাস হতে চলল আর জষ্টিমাসে বুড়ির লু লাগলেও একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছিল। তখন থেকে ওর হাঁটুর ব্যথা বেড়ে গেছে। বৈদ্যজী হাড় মদমাস, ওষুধে খড়ি মিশিয়ে দেয়।" তারপর সে একেবারে আসল প্রশ্ন থেকে সরে গিয়ে আবোল তাবেল বকতে থাকে। কার এত বুদ্ধি ছিল যে ওই বুড়িকে বোঝায় যে কিনা না বোঝার ফয়সালা করে ফেলেছে।

ছেলে জন্মালে সে রাম অবতারকে চিঠি লেখালো— "রাম অবতারকে চুমু ভালবাসা দিয়ে জানাই যে এখানে সব কুশল আর তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়াল ভগবানের কাছে। তোমার ঘরে ছেলে জন্মেছে। তাই তুমি এ চিঠিকে তার মনে করে তাড়াতাড়ি এসে যাও।"

লোকেরা ভেবেছিল রাম অবতার নিশ্চয়ই তেলে বেগুলে জ্বলে উঠবে, তা না, সকলের আশায় জল ঢেলে রাম অবতারের আহ্লাদে আটখানা হওয়া চিঠি এল যে ও ছেলের জন্যে মোজা আর গেঞ্জি নিয়ে আসছে। লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল, ব্যস, ও এল বলে। বুড়ি নাতিকে হাঁটুর ওপর শুইয়ে খাটে বসে রাজত্ব করত। সমস্ত বাড়ির কাজ চোখের নিমেষে হয়ে যাচ্ছে, মহাজনের সুদ বাকি নেই আর হাঁটুর ওপর নাতি শুয়ে। এর থেকে বেশি সুখের বার্ধক্য আর কি হতে পারে।

যা হোক, লোকেরা ভবল রাম অবতার এলে পরে আসল কথা বুঝবে। এখন রাম অবতার যুদ্ধ জয় করে ফিরছে। যত যাই হোক, সেপাই তো বটে, রক্ত ফুটবে নাই বা কেন। লোকেদের বুক ঢিপঢিপ করছিল। কর্মচারীদের মন যা কিনা বউয়ের বিশ্বাসভঙ্গের জন্যে চোখ বুঁজে ছিল, দু চারটে খুন আর নাকটাক কাটার আশায় জেগে উঠল।

যখন রাম অবতার ফিরে এল তখন ছেলেটা বছর খানেকের হবে। কর্মচারীদের সে কী উত্তেজনা। বাবুর্চি হাঁড়িতে একগাদা জল ঢেলে দিল যাতে নিশ্চিন্তে মারপিটের আনন্দ নিতে পারে। ধোপা মাড়ের বাসন আলসের ওপর রেখে দিল আর ভিস্তি জলের বালতি কুয়োর কাছে রেখে দিল। রাম অবতারকে দেখেই বুড়ির তার কোমর জাপ্টে ধরে মড়াকান্না জুড়ল আর তারপরই বত্রিশ পাটি বার করে ছেলেটাকে রাম অবতারের কোলে দিয়ে এমন হাসতে লাগল যেন একটু কান্নাকাটি কাকে বলে জানেই না।

রাম অবতার ছেলে দেখে এমন লজ্জা পেল যেন সেই তার বাপ। তাড়াতাড়ি ও বাক্স খুলে জিনিস বার করতে শুরু করল। লোকেরা ভাবল কুকরি বা ছুরি বার করছে। কিন্তু যখন সে তার ভেতর থেকে লাল বেনিয়ান আর হলদে মোজা বার করল তখন সব আমলাদের পৌরুষে ঘা লাগল— ধুত্তোরি, শালা সেপাইগিরি দেখায়, হিজড়ে কোথাকার!

আর বউ নতুন বউয়ের মতো জড়োসড়ো হয়ে কাঁসার থালায় জল ভরে রাম অবতারের দুর্গন্ধ বেরোনো ফৌজী বুট খুলে পা ধুয়ে সেই জল খায়।

লোকেরা রাম অবতারকে বোঝালো, ওকে গরু বলল তবুও সে গরুর মতোই দাঁত কেলিয়ে হেসে গেল যেন কিচ্ছুটি বোঝেনি। রতীরামের গওনা হবার কথা বলে চলে গেল।

রাম অবতারের এমন ধারা কাণ্ডে তাজ্জব হয়ে লোকে রাগ করতে লাগল। আমাদের আব্বা যিনি সাধারণত চাকরবাকরদের কথায় থাকতেন না, তিনি অব্দি গজরাতে লাগলেন। নিজের সমস্ত আইনি বিদ্যের বাজি রেখে রাম অবতারকে নিজের ভুল স্বীকার করাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—

"কী রে, তুই তিন বছর পর ফিরলি না?"

"জানি না হুজুর, কিছু কম বেশি ... এরকমই হবে বোধহয়।"

"ওদিকে তোর ছেলে এক বছরের।"

"তাই হবে সরকার কিন্তু ব্যাটা বড্ড দুষ্টু।" রাম অবতার লজ্জায় লাল।

"ওরে তুই হিসেব লাগা দেখি।"

"যখন ... কি লাগাব সরকার! " রাম অবতার মিয়ানো গলায় বলল।

"গর্দভ, এ কি করে হয়?"

"আমি আর কি জানি সরকার, ভগবানের দান।"

"ভগবানের দান! তোর মাথা ... ও ছেলে তোর হতেই পারে না।"

আব্বা ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে স্বীকার করাতে চাইলেন যে ছেলেটা বেজন্মা তো ও কিছুটা যেন কুঁকড়ে গেল। তারপর ও মিয়োনো স্বরে আহাম্মকের মতো বলল— "তাহলে এবার কি করি সরকার ... হারামজাদিকে ধরে আচ্ছা করে পিটিয়েছি।" ও ঝেঁঝে উঠে বলল।

"ওরে গাধা তুই ... হতচ্ছাড়ীকে বার করে দিচ্ছিস না কেন?"

"না না সরকার, তাই কখনো হতে পারে? রাম অবতারের সকাতর প্রার্থনা।

"কেন রে?"

"হুজুর, আড়াই-তিনশো আবার দ্বিতীয় বিয়ের জন্যে কোথা থেকে জোটাবো তাছাড়া আত্মীয় স্বজনদের খাওয়াতে একশো-দুশো আলাদা খরচা হয়ে যাবে।"

"কেন রে, তোকে আত্মীয় স্বজনদের খাওয়াতে হবে কেন? বউয়ের বদমাইসর লোকসান তোকে পোয়াতে হবে কেন?"

" সে আমি জানি না, আমাদের ওরকমই হয়।"

"কিন্তু ছেলে তোর তো নয় রাম অবতার ... ওই হারামি রতীরামের।" আব্বা নাচার হয়ে বোঝালেন।

"তাতে কি সরকার ... রতীরাম আমার ভাই, বাইরের লোক তো নয়, নিজেরই রক্ত।"

"একেবারে বুদ্ধু।" আব্বা জ্বলে উঠলেন।

"সরকার ব্যাটা বড় হয়ে যাবে, নিজেরটা করে খাবে।" রাম অবতার মিনতি জানায়। "ও দু হাত লাগাবে তো বুড়ো বয়েসটা কেটে যাবে।" রাম অবতারের মাথা হেঁট হয়ে গেল।

কে জানে কেন, রাম অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আব্বারও মাথা একেবারে নীচু। যেন ওঁর মাথার ওপর লাখ লাখ কোটি কোটি হাত ছেয়ে গেছে ... হাতগুলো না অবৈধ না তো বৈধ। ওগুলো তো কেবল জীবন্ত হাত যেগুলো দুনিয়ার মুখ থেকে কলঙ্ক ধুয়ে দিচ্ছে, ওর বার্ধক্যের বোঝা ওঠাচ্ছে।

এই কচি কচি মাটি মাখা কালো হাতগুলো ধরণীর সিঁথি সিঁদুরে সাজিয়ে দিচ্ছে।

**মূল উর্দু থেকে অনুবাদ : অরুণা মুখোপাধ্যায়**